## দ্বিতীয় অধ্যায়

# ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব

# (Functionalist Theory)

ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের (Functionalism) পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত সমাজতত্ত্ব বিকাশের ইতিহাস অনুধাবন করা কঠিন। একটি বিশেষ বিদ্যা হিসাবে বুদ্ধিজীবি মহলে স্বীকৃত হওয়ার সময় থেকেই সমাজতত্ত্বের গর্ভে কর্মনির্বাহী বা ক্রিয়াবাদীতত্ত্বের বীজ নিহিত ছিল। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হয়না যে একটি পৃথক বিষয় হিসাবে সমাজতত্ত্ব আবির্ভূত হয় ক্রিয়াবাদ বা কর্মনির্বাহী তত্ত্বের হাত ধ'রে। সুতরাং ক্রিয়াবাদকে সঠিক বোঝার জন্য সমাজতত্ত্ব উন্মেষের পটভূমিকা আমাদের জানা প্রয়োজন।

এই পটভূমিতে দেখা যায় ইউরোপে ক্রমান্বয়ে দুইটি চিন্তাধারা সমাজ সম্পর্কিত বিশ্লেষণকে চালিত করে। এর একটি বহুলাংশে ইউরোপে বিপ্লববাদী কার্যকলাপের জন্ম দেয় এবং ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে বিপ্লবের সূচনা করে। প্রাক্‌বিপ্লবযুগের এই সমাজচিন্তাবিদেরা মানুষকে যুক্তিপূর্ণজীব বলে মনে করতেন। তাঁদের মতে মানুষ তার যুক্তিবলে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে পরীক্ষা করে যে জ্ঞান তার কাছে অযৌক্তিক মনে হয় তাকে পরিবর্তিত করতে চায়। এইভাবে যুক্তির প্রয়োগে মানুষ স্বাধীন হতে পারে। সপ্তদশ শতকের চিন্তাবিদদের তুলনায় অষ্টাদশ শতকের এই চিন্তাবিদেরা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানচর্চাকে প্রাধান্য দিয়েছেন বারবার। জ্ঞানদীপ্তির (Enlightenment) যুগের এই দার্শনিকেরা কোনো ধ্রুবসত্যে বিশ্বাস করতে চাননি। তাই মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজের ঐক্যকে এরা অগ্রাহ্য করে চিন্তার সৃষ্টিধর্মী বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মানবজীবনের রূপকার হতে চেয়েছেন। নিউটনের আবিষ্কার তাঁদের অনুপ্রাণিত করে। Locke, Montesquieu, Rousseau ইত্যাদি দার্শনিকেরা এই চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের আলোকে একইসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার সমালোচনা ও সত্যের অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

করতে চেয়েছেন বলে এই দার্শনিকদের জ্ঞানদীপ্তির দার্শনিক বা Enlightenment Philosophers বলা হয়। এই দার্শনিকেরা ফ্রান্সে অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধনে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁদের চিন্তাকল্প অষ্টাদশ শতকে ফরাসী বিপ্লবে রূপায়িত হতে দেখা যায়।

আমরা দেখি প্রাক্‌বিপ্লব ইউরোপীয় সমাজ মূলতঃ তিনটি এস্টেটে বিভক্ত ছিল। প্রথম এস্টেট দুটিতে যথাক্রমে ধর্মযাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষের অধিষ্ঠান। তৃতীয় এস্টেটটি দেশের সাধারণ মানুষ—একদিকে কৃষক, শ্রমিক অন্যদিকে ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, আইনজীবি, প্রশাসক প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। এই (বুর্জোয়া) শ্রেণী ফ্রান্সে অত্যাচারী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বিলোপ সাধনের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে ফরাসী বিপ্লবের সূচনা করে। এঁরা জ্ঞানদীপ্তির দার্শনিকদের চিন্তাধারায় উদ্দীপ্ত হন।

জ্ঞানদীপ্তির চিন্তাধারা ও বিপ্লবীদের ক্রিয়াকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপে বিপ্লবোত্তর যুগে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া (Romantic Conservative Reaction) দেখা যায়। এটি হ'ল দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারা যা সমাজতত্ত্ববিকাশের পটভূমিকে অনেকাংশে তৈরী করে। ফরাসী বিপ্লবের ফলে বহু জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিপ্লব উদ্ভূত অশান্তি ও তজ্জনিত নৈরাজ্য এই যুগের চিন্তাবিদদের বিচলিত করে তোলে। তাঁরা সমাজের অস্থিরতা দমন করে প্রাক্‌বিপ্লব যুগের সামাজিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চান। মধ্যযুগীয় ঐক্যের ভিত্তিতে সমাজে তাঁরা শান্তির পরিবেশ তৈরী করতে চান। সমাজের অস্থিরতা দমন করে স্থিতিশীলতা স্থাপনে উদ্যোগ নেন এঁরা। সামাজিক অস্থিরতা ও পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাতে তাঁরা 'ঐতিহ্য' (tradition), কর্ম (function), আদর্শ (norm) ইত্যাদি বিভিন্ন ধারণা প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে ঐক্য ও স্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে প্রয়াসী হন। অষ্টাদশ শতকের সমাজবিজ্ঞানীদের ভাবনাকে এঁরা এভাবে দূরে সরিয়ে দেন। 'ব্যক্তি'র বদলে যৌথজীবন, সামাজিক পরিবর্তনের বদলে সামাজিক স্থিতিশীলতায় বিশ্বাস স্থাপন করেন এঁরা। Burke, Hegel, Bonald, Maistre প্রভৃতি দার্শনিকগণ রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। এঁদের ভাবধারা পরবর্তী সমাজতাত্ত্বিকদের প্রভূত প্রভাবিত করে। ফরাসী বিপ্লবের ভয়াবহতা এঁদের সবাইকে সমাজ গ্রন্থনা ও তার ঐক্য বজায় রাখতে প্রেরনা দেয়। লক্ষনীয় ব্যাপার হল, এই সময়ের সব সমাজবিজ্ঞানীদের সমাজচর্চাই সামাজিক ঐক্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সামাজিক শৃঙ্খলার ধারণা বোঝাতে গিয়ে তাঁরা

Scanned with CamScanner

তখনকার জনপ্রিয় জীবনবিদ্যার কিছু ধারণা ধার করে বসেন। এই বিপ্লবোত্তর সামাজিক পটভূমিতেই সমাজতত্ত্ব একটি বিশেষ বিদ্যা হিসাবে জন্ম নেয় আগস্ট কোঁতের (Auguste Comte ১৭৯৮-১৮৫৭) লেখায়।

কোঁত অবশ্য সব ধারণাই গ্রহণ করেছিলেন তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে। Saint-simon, Bonald, Maistre প্রভৃতি মনীষিগণের বিভিন্ন চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করে কোঁত তাঁর সমাজ বিশ্লেষণের বিজ্ঞান গড়ে তোলেন এবং এটিই হল তাঁর Social Physics, পরবর্তীতে যা সমাজতত্ত্ব বা Sociology নামে চিহ্নিত হয়। বিপ্লবোত্তর ইউরোপে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা কোঁতকে ভীত ও ব্যথিত করে। সাঁসিমোর (Saint Simon) অনুপ্রেরণায় তিনি সমাজ ও মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশে ত্রিস্তর সূত্রের (Law of Three Stages) উল্লেখ করেন। প্রথম স্তর অর্থাৎ দৈববাদী স্তরে (theological stage) মানুষ সব ঘটনার ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের শক্তি মেনে নিত। দ্বিতীয় অর্থাৎ অধিবিদ্যাগত স্তরে (metaphysical stage) মানুষের বুদ্ধি তুলনায় পরিণত হল। এখন মানুষ প্রাকৃতিক ও অন্যান্য বিমূর্ত শক্তির দ্বারা সমাজের ঘটনা বিশ্লেষণ শুরু করল। শেষ বা দৃষ্টবাদী স্তরে (positive stage) মানুষের বুদ্ধি ও সেই সঙ্গে সমাজের চরম উন্নতি ঘটে। মানুষ সব ঘটনাকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে। মধ্যযুগে ধর্মর ভিত্তিতে সামাজিক ঐক্য গ্রন্থনার চেষ্টা হত। কিন্তু দৃষ্টবাদী সমাজে (Positive society) বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে সামাজিক ঐক্যের অন্বেষণ শুরু হয়।

ফরাসী বিপ্লব উদ্ভূত বিশৃঙ্খলা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কোঁত 'Order' বা শৃঙ্খলা এবং 'Progress' বা প্রগতির ভিত্তিতে সমাজ বন্ধনের চেষ্টা করেন। তিনি দেখান, সমাজ একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ক্রমশঃ আবর্তিত হচ্ছে এবং এর চরম উৎকর্ষ আসবে মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের শেষ স্তরে। এই দৃষ্টবাদী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী নিজেদের পারস্পরিক বন্ধনের মাধ্যমে সুদৃঢ় ক'রে স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে পৌঁছবে। স্থায়ী, শৃঙ্খলাবদ্ধ এই সমাজ গতি খুঁজে পাবে স্থিতিশীলতায় আস্থা রাখার মধ্য দিয়েই। জীবদেহ বিবর্তনের ছন্দ মাথায় রেখে সামাজিক ঐক্য গ্রন্থনার এই চেষ্টা কোঁতের সমাজতত্ত্বে ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত করে।

জীববিদ্যার আঙ্গিকে সমাজবিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় কোঁতেরই পরবর্তী যে ব্রিটিশ দার্শনিকের লেখায় তাঁর নাম **হার্বার্ট স্পেনসার** (Herbert Spencer

Scanned with CamScanner

১৮২০-১৯০৩)। জীবদেহ ও সমাজের মধ্যে তিনি এতটাই সাদৃশ্য খুঁজে পান যে সমাজকে তিনি একটি উন্নত জৈবিক সত্য (Super-organic reality) বলতে দ্বিধা করেন না। প্রাণীদেহের বিবর্তনের ধারায় তিনি সমাজ বিবর্তন ব্যাখ্যা করেন এবং দেখান সমাজ যতই উন্নত বা প্রগতিশীল হতে থাকে ততই সমাজস্থ অঙ্গগুলির মধ্যে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য বাড়তে থাকে। কিন্তু এই বৈসাদৃশ্যের ফলে সমাজের সার্বিক সংহতি ক্রমশঃ দৃঢ় হয়। সরল বা আদি জীবদেহ থেকে জটিল অথচ উন্নত জীবদেহের বিবর্তনও অনুরূপ পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে।

এমিল ডুর্কহাইম (**Emile Durkheim** ১৮৫৮-১৯১৭) এই সময়কার আর একজন সমাজতাত্ত্বিক যিনি প্রথম থেকেই সামাজিক ঐক্যকে তাঁর সমাজ ব্যাখ্যার কেন্দ্রবিন্দু করতে প্রয়াসী হন। ফরাসী বিপ্লবের ধ্বংসলীলা তাঁকে সামাজিক পরিবর্তন বিমুখ করে তোলে। সামাজিক অস্থিরতায় ভীত হয়ে তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর গবেষণা ভিত্তিক প্রথম গ্রন্থ শ্রমবিভাজন (Division of Labour)-এ আমরা এই ঐক্যপ্রীতির পরিচয় পাই। সরল সমাজ যা প্রাচীন কালে যান্ত্রিক সংহতি (mechanical solidarity) দ্বারা গ্রথিত ছিল তা কালক্রমে আধুনিকতার ছোঁয়ায় জটিল রূপ ধারণ করে। সেখানে জটিল কাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কাজই কোনো লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ একা করা সম্ভব হয় না। ফলে শ্রম বিভাজন তৈরী হয়। কিন্তু এই বিভাজনের লক্ষ্য একটি সুসংহত কাজ সম্পাদন করা যা সামগ্রিক ঐক্যেরই নামান্তর। সুতরাং, এখানে কাজের বিভাজন বা বৈসাদৃশ্যের উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক আদান প্রদান ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী পরস্পর নির্ভরশীল অংশগুলি বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে এবং এভাবে ঐক্য অক্ষুন্ন থাকে। জীবদেহের পরস্পর নির্ভরশীল অঙ্গগুলি যেভাবে তার ভারসাম্য বজায় রাখে তারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় বলে এই ভারসাম্য তথা ঐক্যকে ডুর্কাহাইম জৈবিক সংহতি (Organic solidarity) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। একক অংশের ওপর সমাজের নিয়ন্ত্রণ অটুট রাখার ব্যাপারে ডুর্কহাইম বিশেষ যত্ন নেন। সেইজন্য সমাজস্থ ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা এবং সেই অনুযায়ী সমাজ অননুমোদিত কাজকে তিনি কোন মর্যাদাই দেননি । ব্যক্তি স্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধিতা করেন তিনি। সমাজের অসীম ক্ষমতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ডুর্কহাইম একে Sui Generis অথবা স্বয়ংসৃষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করেন। এভাবে তিনি দেখান যে সমাজ বা

Scanned with CamScanner

সমগ্রের চাহিদা পূরণ করার জন্যই ব্যক্তির আবির্ভাব ও অস্তিত্ব। সমাজের স্বার্থ ছাড়া ব্যক্তিদের কোনো স্বতন্ত্র স্বার্থ থাকতে পারে না।

কোঁত, স্পেন্সার, ডুর্কহাইম ইত্যাদি প্রথমযুগের তাত্ত্বিকদের লেখায় জীবদেহ এবং সমাজের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে বার করার কৌতূহল দেখা যায়। বিপ্লবোত্তর অস্থির সামাজিক পটভূমি এবং তখনকার জনপ্রিয় বিষয় হিসেবে জীববিদ্যার আবির্ভাব—এই দুইয়ের একত্র মেলবন্ধন চিন্তাবিদদের ভাবনাকে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে । টালমাটাল পরিবেশে সমাজের সংহতি রক্ষা করা তাঁদের কাছে একান্তই জরুরি বলে মনে হয়। অগত্যা হাতের কাছে তৈরী জীববিদ্যার মডেলকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা সামাজিক ঐক্যকে তাঁদের মত ব্যাখ্যা করতে থাকেন। জীবদেহের মত সমাজও কিছু সর্বসম্মত নীতি মানতে বাধ্য না হলেই অসুখ বা সামাজিক অস্থিরতা ফরাসী বিপ্লব যার উদাহরণ। সমাজের আইন-কানুন, প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্য-সবই সর্বজনিন আইনের (Universal law) অধীনে, তাকে প্রশ্ন করা বা পরিবর্তন করা অন্যায় এবং ঘোরতর অশান্তির কারন। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিই সামাজিক স্থিতির পক্ষে কার্যকরী functional। সামাজিক চাহিদা মেটাতে, সমাজের ঐক্য বজায় রাখতে এদের সদর্থক ভূমিকাকে বারবার স্বীকার করেছেন সমাজতত্ত্বের জনকেরা। এভাবে সমাজতত্ত্বের ভূমিতে প্রথম থেকেই ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর স্ফূরণ হয়, আর তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে জীবদেহের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পায়।

ক্রিয়াবাদী ধারণা জনপ্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণবাদ বা Holism সমাজতত্ত্বে একটি বিশেষ মাত্রা পায়। পূর্ণবাদ দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসে আস্থাবান—এক, সমগ্র (whole) ব্যবস্থার অন্তর্গত উপাদানগুলি পারস্পরিকতা বজায় রেখে তাদের ক্রিয়া বা কাজ সম্পন্ন করে। দুই, তাদের মধ্যেকার এই পারস্পরিকতা বা নির্ভরশীলতার মাধ্যমে সমগ্র ব্যবস্থাটির ভারসাম্য (equilibrium) বজায় থাকে। পূর্ণবাদের এই তত্ত্ব সমাজতত্ত্বে ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ক্রিয়াবাদে ক্রিয়ার অর্থই হল সেই কাজগুলি যা সমগ্র সমাজের ঐক্য বিধানে আবশ্যক।

সমাজতত্ত্বের পথিকৃতদের সৃজিত ক্রিয়াবাদী ধারণা এতটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে তা সমাজতত্ত্বের সীমানা পেরিয়ে সমাজনৃতত্ত্বের আঙিনাতে প্রবেশ করে। এ প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের এ. আর র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (A. R. Radcliff-Brown

১৮৮১-১৯৫৫) ও বি ম্যালিনাউস্কির (B. Malinowski ১৮৮৪-১৯৪২) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

**র‍্যাডকিফ-ব্রাউন** নিজেকে 'ক্রিয়াবাদী' হিসেবে ভাবতে চাননি কখনই। কিন্তু ডুর্কহাইমের সমাজব্যাখ্যা তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। "প্রতিটি অংশ ও ঘটনার ওপর সমাজের একটি সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ আছে"—ডুর্কহাইমের এই বিশ্বাসে আস্থাবান হয়ে তিনি সামাজিক কাঠামোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে প্রতিটি সমাজ কাঠামোর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ প্রয়োজনীয় শর্ত তৈরী হয়। সমাজের আচরণবিধিগুলি এই শর্ত বা "necessary conditions of existence" পূরণ করে। তার ফলে সমাজ কাঠামো বজায় থাকে। সমাজকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের ধ্যানধারণাগুলি ব্যাখ্যা করেছেন বলে র‍্যাডক্লিফব্রাউন নিজেকে "কাঠামোবাদী" হিসেবে ভেবেছেন। Structure & Function in Primitive Society (1952) গ্রন্থে তিনি আদিবাসী সমাজের বিশ্লেষণে সামাজিক কাঠামো এবং তার কাজ ব্যাখ্যা করেন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী জীবন পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখান যে, সমাজের সংহতি রক্ষার একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হল সমাজস্থ বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিকতা বজায় রাখা। প্রতিটি সমাজেই অংশগুলি কর্ম বা function এর মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় সংহতি রক্ষা করে। আগেই বলা হয়েছে যে ডুর্কহাইমের সমাজ ব্যাখ্যায় র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন প্রভাবিত হন। কিন্তু সমাজের ঐক্য রক্ষার জন্য ডুর্কহাইম উল্লিখিত 'needs' বা 'চাহিদা' শব্দটির পরিবর্তে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন 'necessary conditions of existence' বা 'বাঁচার প্রয়োজনীয় শর্ত'—এই শব্দগুলি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে 'needs' একটি সার্বিক চাহিদার ইঙ্গিতবাহী, যেখানে 'necessary condition of existence' শব্দটি প্রয়োগ ক'রে পৃথক পৃথক সমাজের জন্য পৃথক পৃথক শর্তের উল্লেখ পাওয়া সম্ভব। প্রতিটি সমাজ তার নিজ স্থায়িত্বের বিশেষ শর্তগুলি তার সদস্যদের মাধ্যমে পূরণ করতে চায়। প্রতিটি সমাজের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি সামাজিক ঐক্যের ধারক। উদাহরণস্বরূপ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন বংশধারার (lineage) উল্লেখ করে দেখান যে এই ব্যবস্থাটি জমির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলা ক'রে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করে। আদিবাসী সমাজ এর গবেষণা করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন কিভাবে এই সব সমাজের প্রথাগুলি সমগ্র অর্থাৎ সম্পূর্ণ সমাজের স্থিতিশীলতার পক্ষে সহায়ক (functional)। এই ক্রিয়াবাদ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন

Scanned with CamScanner

তাঁর পূর্বসুরীদের মতই সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে নৈকট্য আবিষ্কার করেন। তিনি দেখান, জীবের মতই সমাজে নির্দিষ্ট কর্মযুক্ত অঙ্গ আছে। জীবের বিবর্তনের ছন্দ সমাজের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় বলে তিনি মনে করেন।

আর এক ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক ম্যালিনাউস্কি নিজেকে ক্রিয়াবাদী (functionalist) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান। মানুষের মূল (basic) জৈবিক চাহিদা পূরণ করার জন্য সামাজিক প্রথা সৃষ্টি হয়েছে বলে তাঁর ধারণা। সমাজের সব প্রতিষ্ঠানই ক্ষুধা, যৌন তৃপ্তি ইত্যাদি ব্যক্তিগত চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে গঠিত। ম্যালিনাউস্কির মতে সংস্কৃতি হল একটি জৈব সমগ্র (Organic whole) যা সম্পূর্ণ ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃতি ব্যক্তিগত চাহিদাকে পূরণ করে আবার এ থেকে সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রথা সৃষ্টি হয়। মূলতঃ বাঁচার জন্য, প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ সংস্কৃতি তৈরী করে বা, এই মৌলিক চাহিদার তৃপ্তি আরও সূক্ষ্মতর সাংস্কৃতিক চাহিদা তৈরী করে। এই অর্থে সমাজ রক্ষায় সংস্কৃতির উপযোগিতা খুঁজে পান তিনি। ব্যক্তির চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ম্যালিনাউস্কির ক্রিয়াবাদী ব্যাখ্যাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক (individualistic) ক্রিয়াবাদ বলা হয়।

সমাজতত্ত্বের পুরোধাদের ক্রিয়াবাদী ধারণা এভাবে নৃতাত্ত্বিক র‍্যাডক্লিফব্রাউন ও ম্যালিনাউস্কির অবদানে আরও বলশালী হয়। একথা ঠিক যে র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন নিজেকে সেভাবে ক্রিয়াবাদী হিসেবে চিহ্নিত না করে কাঠামোবাদী বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর লেখায় সমাজের কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণবিধি মেনে চলার ইঙ্গিত থাকায়, সমাজ সংরক্ষণ (system maintenance) অর্থাৎ ক্রিয়াবাদের মূল ধারণাটি যথার্থ গুরুত্ব পায়। ম্যালিনাউস্কি নিজেকে ক্রিয়াবাদী ঘরানাভূক্ত ভাবতেই পছন্দ করেছেন। বৃহত্তর সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য তিনি সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। এই দুই নৃতাত্ত্বিকই সামাজিক ঐক্যকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁদের পূর্বসুরী সমাজতাত্ত্বিকদের মতই সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য প্রমাণ করার উদ্যোগ নেন।

ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এভাবে সমাজতত্ত্ব থেকে নৃতত্ত্বে প্রবেশ করে এবং আরও পরিমার্জিত হয়ে সমাজতত্ত্বে একটি সংগঠিত তত্ত্ব হিসেবে তার জায়গা করে নেয়। অনেকদিন পর্যন্ত একমাত্র বলিষ্ঠ তত্ত্ব হিসেবে এই তত্ত্বটি সমাজতত্ত্বের

Scanned with CamScanner

তার আসন বজায় রাখে। এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব প্রাপ্য যে দুই তাত্ত্বিকের তাঁরা হলেন আমেরিকার ট্যালকট পারসনস্ (Talcott Parsons ১৯০২-১৯৭৯) ও রবার্ট কে. মার্টন (Robert K. Merton ১৯১০)।

বহুমাত্রিক ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিক হিসেবে আমেরিকার **ট্যালকট পারসনস** প্রথম থেকেই সমাজকে একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ দিতে প্রয়াসী হন। ঐক্যের ধারণায় তিনি এমনই মশগুল হয়ে পড়েন যে বাস্তবতা উপেক্ষা করে তিনি কল্পনা নির্ভর তত্ত্ব নির্মাণ করতে চান। অর্থাৎ, তাঁর তত্ত্ব সমাজের দৈনন্দিন ঘটনার ব্যাখ্যার চাইতে চিন্তার স্বচ্ছতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে চায়। কিন্তু তিনি এতে কিছুমাত্র বিব্রত না হয়ে তাঁর চিন্তাকল্পকে বিশ্লেষণাত্মক সত্য (analytical realism) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই বিশ্লেষণাত্মক সত্য বাস্তবঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

আগেই দেখেছি, পারসনসের চিন্তাকল্প সামাজিক ঐক্যের ছবি তুলে ধরতে চেয়েছে। তাই প্রথম থেকেই তিনি সমাজের সংহতির রূপকে গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক বৈসাদৃশ্য বা বিরোধ-দ্বন্দ্বকে সযত্নে পরিহার করেন। সমাজকে একটি আঁটোসাঁটো সিস্টেম হিসেবে দেখতে চান তিনি। সিস্টেমের অর্থই হল সাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষণ। এখানে পার্থক্য বা কলহের কোনো স্থান নেই। স্বাভাবিকভাবেই পারসনসের চিত্রায়ণ দৈনন্দিন বাস্তব জগতের পরিচয় বহন করেনা। তার বিশ্লেষণ বা যুক্তির সত্যতায় আবিষ্ট হয়ে তিনি এমন এক সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্ব নির্মাণ করতে চেয়েছেন যা সর্বকালের সব সমাজ বিশ্লেষণে সক্ষম।

## সামাজিকক্রিয়ার ধারণা

মানবক্রিয়া বা আচরণ থেকে সমাজব্যবস্থা বা সিস্টেম রূপ পায়। এই ক্রিয়া পারসনসের মতে সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণের একক। মানব আচরণ নামক এই একক থেকে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নীতিবদ্ধ সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যথার্থরূপে চালানোর জন্য পারসনস তাঁর কল্পনাকৃত সমাজে কমপক্ষে দু'জন কর্তার (ক্রিয়ার সম্পাদনকারী) উপস্থিতি থাকা আবশ্যক বলে মনে করেন। এদের একজন ইগো (Ego) এবং অন্যজন হল অল্টার (Alter)। ইগো প্রথমে অল্টারকে উদ্দেশ্য করে আচরণ বা ক্রিয়া করে। এর উত্তরে অল্টার তার প্রতি ক্রিয়া জানায়। এভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনবরত

Scanned with CamScanner

সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে সামাজিক আদর্শের উদ্ভব হয়। এই আদর্শ আবার ভবিষ্যতের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে আদর্শ প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পায়। একই নীতি বা আদর্শ মেনে চলায় কর্তাদের আচরণে কোনো বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। তাই বিচ্যুতি বা দ্বন্দ্বের কোন প্রশ্নই এখানে আসে না। এভাবে এই কল্পনায় সমাজ কেবলই ঐক্যের ওপর গড়ে ওঠে। পারসনস তাঁর কর্মতত্ত্বকে voluntaristic theory of action বা স্বেচ্ছাকর্মতত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে আচরণ করতে গিয়ে কর্তা সমাজ সিস্টেমে অনেকগুলি বিকল্প উপায় (means) খুঁজে পায় যার মধ্য থেকে একটি উপায় অনুযায়ী সে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। অবশ্যই সব উপায়গুলিই সামাজিক নীতি বা আদর্শ দ্বারা অনুমোদিত। যেহেতু এখানে সমাজ নির্দেশিত বিভিন্ন ব্যবস্থা থেকে কর্তা যে কোনো একটি রাস্তা গ্রহণ করার স্বাধীনতা ভোগ করে, সেহেতু এই তত্ত্ব পারসনসের মত অনুযায়ী স্বেচ্ছাকর্ম তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত।

পারসনস তাঁর ক্রিয়া ব্যবস্থাকে (system of action) চারটি উপব্যবস্থা সম্বলিত হিসেবে দেখেছেন। এগুলি হল সংস্কৃতি (culture), সমাজ (society), ব্যক্তিত্ব (personality) এবং জীবদেহ (organism)। এই উপব্যবস্থাগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলায় সম্পূর্ণ ক্রিয়া ব্যবস্থাই তার সমগ্রের সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে পারে। উপরোক্ত চারটি উপব্যবস্থার সঙ্গে সমাজব্যবস্থার চারটি অঙ্গ এবং তাদের নির্দিষ্ট চারটি কর্মের কথা পারসনস উল্লেখ করেন। অঙ্গগুলি সমাজব্যবস্থার স্থিতিশীলদিকের পরিচায়ক, কর্মগুলি গতিশীলতার পরিচয়বাহী। পারসনস দেখিয়েছেন, এই অঙ্গগুলি হল ভূমিকা (roles), সমষ্টি (collectivity), নীতি (norms) এবং মূল্যবোধ (values)। প্রথমোক্ত অঙ্গটি অর্থাৎ ভূমিকা সমাজব্যবস্থার সদস্যপদের পরিচায়ক। যেমন— ছাত্র, শিক্ষক বা সন্তানের ভূমিকা। ভূমিকাকে কেন্দ্র করে সদস্যরা একত্রিত হলে সমষ্টি তৈরী হয়। এভাবে বাবা-মা-সন্তানেরা তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে পরিবার নামক সমষ্টি গঠন করেন। এরপরের অঙ্গ আদর্শ বা নীতি আমাদের আচরণের নমুনা প্রদর্শন করে। শেষ অঙ্গটি অর্থাৎ মূল্যবোধ কর্তাদের সঠিক পথের সন্ধান দেয়।

### AGIL-এর ধারণা

উল্লিখিত চারটি অঙ্গই নির্দিষ্ট কর্মবিশিষ্ট। এই কর্মগুলি সম্পাদিত না হলে সমাজদেহে সঙ্কট উপস্থিত হয়। এদিক থেকে বিচার করে পারসনস এই কর্মগুলিকে

Scanned with CamScanner

একান্তই আবশ্যিক (imperative) বলে বিবেচনা করেন। এগুলি হল সামঞ্জস্যবিধান (adaptation), লক্ষ্য-প্রাপ্তি (goal attainment), সংহতি-সাধন (integration) এবং ব্যবস্থা সংরক্ষণ (latency)। আগে উল্লিখিত ক্রিয়ার সব উপব্যবস্থাগুলিই একটি আর একটির পরিবেশ স্বরূপ। এখানে বলা প্রয়োজন যে কর্মগুলি সবসময়ই কোনো পরিবেশে সঙঘটিত হয়। কারণ পরিবেশ (context) ব্যতীত কর্ম সম্ভব নয়। পারসনস এর মতে সামঞ্জস্য বিধানের আবশ্যিক ক্রিয়া বলতে সামাজিক ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবেশের সমন্বয় সাধনকে বোঝায়। এই প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রন করে মানুষের খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা মেটানোর চেষ্টা করা হয়। এ কাজে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ক্রিয়াশীল থাকে। লক্ষ্যপ্রাপ্তি প্রক্রিয়ায় সমাজ লক্ষ্যনির্দিষ্ট করে সামাজিক ক্রিয়াকে নির্দেশিত করে থাকে। একাজে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ক্রিয়াশীল থাকে। সংহতি সাধন ক্রিয়া বলতে সমাজে দ্বন্দ্ব নিরাকরনের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। সামাজিক ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সমন্বয় স্থাপন এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে থাকে। আইন ও বিচার ব্যবস্থা এ উদ্দেশ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। আর সামাজিক ব্যবস্থা সংরক্ষনের অপরিহার্য কাজটি হল সমাজে মৌলিক মূল্যবোধের কাঠামোকে মান্যতা প্রদানে সক্রিয় থাকা। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পরিবার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। পারসনস এর মতে যে কোনো সমাজ ব্যবস্থাকেই এইসব অপরিহার্য ক্রিয়াশীলতার দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঐক্য রক্ষা বা বেঁচে থাকার প্রয়োজন অনুযায়ী সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাতেই AGIL—এই কর্মবিভাজন তৈরী হয় যার মাধ্যমে আবশ্যিক কর্ম সম্পাদন হয়। আবার, সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গত চারটি উপব্যবস্থার প্রতিটিতেও এই AGIL কর্মক্ষেত্র লক্ষিত হয়। এভাবে প্রতিটি ব্যবস্থা ও উপব্যবস্থা চারটি করে বিভাগে বিভক্ত থাকে (নিম্নের diagramটি লক্ষনীয়)

<table>
<tr><td colspan="3">Adaptation</td><td rowspan="3">Goal Attainment<br><br>G</td></tr>
<tr><td>A</td><td>G</td><td rowspan="2">G</td></tr>
<tr><td>L</td><td>I</td></tr>
<tr><td colspan="2">L</td><td>I</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">L<br>Latency</td><td>I<br>Integration</td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

সমাজ ব্যবস্থার সব অঙ্গ, কর্ম ও উপব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে পারসনস এদের সবার মধ্যেই পারস্পরিক যোগসূত্র আবিষ্কার করেন। ক্রিয়ার প্রতিটি উপব্যবস্থা একে অপরের সঙ্গে এবং সমাজব্যবস্থার অঙ্গ ও কর্মের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। কিন্তু এর মধ্যেই প্রতিটি উপব্যবস্থা কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গ ও কর্মের সঙ্গে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সংযোগ রেখে চলে। এভাবে তিনি দেখান, জীবদেহ উপযোগীকরণে'র কর্ম সবচাইতে ভাল সম্পাদন করে এবং এর জন্য 'ভূমিকা' অঙ্গটি ব্যবহার হয়। এভাবে ব্যক্তিত্ব 'লক্ষ্যপূরণের' কর্মপালন করে নির্দিষ্ট অঙ্গ 'সমষ্টি'র মাধ্যমে। পরবর্তী উপব্যবস্থা সমাজ 'সংহতি' রক্ষার কাজটি সুষ্ঠুভাবে পালন করে 'আদর্শ' নামক অঙ্গ দ্বারা। সবশেষে সাংস্কৃতিক উপব্যবস্থা 'নমুনা সংরক্ষণে'র কাজটি ভালো করতে পারে বিশিষ্ট নৈতিক মূল্য' অঙ্গের মাধ্যমে।

ক্রিয়ার সমস্ত উপব্যবস্থা ও সমাজ সিস্টেমের অঙ্গ ও কর্মকে তিনি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেন। এই স্তর বিভাজন করতে গিয়ে তিনি 'সাইবারনেটিকস' (যোগাযোগ রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞান) মডেলের সাহায্য নেন। এই মডেল প্রয়োগ করে তিনি দেখান চারটি ব্যবস্থা এবং সেইসঙ্গে চারটি অঙ্গ ও কর্ম তথ্যজ্ঞাপন (information) ও কর্মশক্তির (energy) ভিত্তিতে উচ্চ-নীচ ক্রমানুসারে বিভক্ত। তথ্যজ্ঞাপনের দিক থেকে সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও তার ঘনিষ্ঠ অঙ্গ ও কর্ম যথাক্রমে নৈতিক মূল্য ও নমুনাসংরক্ষণ সবচাইতে শক্তিশালী। এরা পরবর্তী পর্যায়ের উপব্যবস্থা অর্থাৎ আদর্শ ও সংহতি সাধনকে তথ্যজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার পরবর্তী পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব ব্যবস্থা, তার সহযোগী সমষ্টি নামক অঙ্গ এবং লক্ষ্যপ্রাপ্তি নামক কর্ম তথ্যজ্ঞাপনের দিক থেকে আরো দুর্বল। সবশেষে, জীবদেহ তার ঘনিষ্ঠ অঙ্গ-কর্ম অর্থাৎ ভূমিকা-উপযোগীকরণ সমেত তথ্যপ্রদানের দৌড়ে সবার পেছনে। এই শেষোক্ত ব্যবস্থা ও তার অঙ্গ-কর্মকে তথ্যজ্ঞাপনের দৃষ্টি অনুযায়ী সবচাইতে নিম্নমান আরোপ করেন পারসনস। মজার ব্যাপার এই যে, যে ব্যবস্থাগুলি তথ্যজ্ঞাপনের (information) ভিত্তিতে সবচাইতে উচ্চ স্থান পায় সেইগুলিই আবার কর্মশক্তির (energy) বিচারে সবচাইতে নীচুতে জায়গা নেয়। পারসনস এখানে অনেকটা উলটোপুরানের খেলা দেখান। কর্মশক্তির দিক থেকে জীবদেহ তার অঙ্গ ও কর্ম অর্থাৎ ভূমিকা ও উপযোগীকরণ সমেত সবচাইতে শক্তিশালী। তাই এক্ষেত্রে এরা সর্বোচ্চ মানে অবস্থিত। ক্রমঅনুযায়ী অন্যান্য ব্যবস্থা অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব, সমাজ ও সংস্কৃতি তাদের সহযোগী অঙ্গ-কর্ম সমেত ক্রমশঃ নিম্নমানে পর্যবসিত। এই ক্রমোচ্চ এবং ক্রমনিম্ন স্তরভেদ একটি নকশার সাহায্যে বোঝা যেতে পারে। (নকশা লক্ষণীয়)।

Scanned with CamScanner

| ক্রিয়া | ব্যবস্থা | অঙ্গ | সামাজিক ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণের ক্রমিকমান |
|---|---|---|---|
| শান্তি বা নমুনা | সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা | নৈতিক মূল্য | + তথ্য জ্ঞাপনের - |
| সংরক্ষণ | | | নিয়ন্ত্রণ |
| সংহতি সাধন | সামাজিক ব্যবস্থা | আদর্শ | |
| লক্ষ্যপ্রাপ্তি | ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রিক ব্যবস্থা | সমষ্টি | |
| উপযোগীকরণ | জৈবিক ব্যবস্থা | ভূমিকা | - শক্তির নিয়ন্ত্রণ + |

আমরা আগেই দেখেছি যে ক্রিয়ার প্রতিটি ব্যবস্থা একটি অঙ্গ ও একটি কর্মের সঙ্গে সরাসরি ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে চললেও সব ব্যবস্থা, সব অঙ্গ ও সব কর্মই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ থেকে বোঝা যায় যে পারসনস কিভাবে সব ব্যবস্থাকেই উন্মুক্ত (Open) ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই ব্যবস্থাগুলি একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করে চলছে বলে কোনোটিকেই রুদ্ধ (Closed) ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করা হয়নি।

## বিকল্প আদর্শের ধারণা

এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে পারসনস তাঁর ক্রিয়াতত্ত্বকে স্বেচ্ছাতত্ত্ব (Voluntaristic theory) বলে অভিহিত করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিকল্প আদর্শের (pattern variables) ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি দেখান কর্তা (actor) তার স্বেচ্ছা-ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে পাঁচজোড়া বিকল্পের সম্মুখীন হয়। প্রতিজোড়ায় একটি পথ (means) সে স্বেচ্ছায় নির্বাচন করতে পারে। এই পাঁচ জোড়া বিকল্প আদর্শ হল ঃ আরোপিত গুণাবলী (Ascription) বনাম অর্জিত গুণাবলী (Achievement), সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি (Specificity) বনাম ব্যাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি (Diffuseness), আবেগময়তা (Affectivity) বনাম আবেগনিরপেক্ষতা (Affective Neutratity), বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি (Particularism) বনাম সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি (Universalism) এবং সমষ্টি কেন্দ্রিকতা (Collectivity) বনাম ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা (Self)। পারসনস এর মতে সাবেকি বা আদিম সমাজ সমষ্টি ভিত্তিক (Communitarian) হওয়ায় ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্তা (actor) উল্লিখিত প্রতিজোড়ার প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশিত ভাবে অনুসরণ করে থাকে।

Scanned with CamScanner

কিন্তু, আধুনিক সমাজ সমিতি নির্ভর (associational) হওয়ায় ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে প্রতিজোড়ার দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সমাজের আদর্শ অনুসারে অনুসরণ করতে হয়। উদাহরণ হিসাবে প্রথম জোড়ার সম্পর্কে বলা যায়, কর্মনিয়োগের সময় প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ায় নিয়োগকর্তা কর্ম প্রার্থীর আরোপিত গুণাবলী (লিঙ্গ, বংশ, ধর্ম ইত্যাদি) বিবেচনা না করে প্রার্থীর কর্ম সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা সাফল্য প্রভৃতি অর্জিত গুণাবলী প্রত্যাশিতভাবে বিবেচনা করে থাকে। দ্বিতীয় জোড়ার ক্ষেত্রে বলা যায়, দাঁতের ডাক্তার তার রোগীকে দেখার সময় সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে রোগীর দন্ত সংক্রান্ত অসুখের পরিচর্যাই করবেন, ব্যাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রোগীর পারিবারিক সমস্যা, দাম্পত্য বিষয় নিয়ে নিরিক্ষণ করবেন না। তৃতীয় জোড়ার ক্ষেত্রে বলা যায়, কলেজ শিক্ষকের সাথে ছাত্র-ছাত্রীর সম্পর্ক আবেগ নিরপেক্ষ হবে, কোনো রূপ ব্যক্তিগত আবেগপ্রসূত হবে না। চতুর্থ জোড়ার ক্ষেত্রে বলা যায়, কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তির প্রক্রিয়ায় সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ের নিয়ম মেনেই শিক্ষককে ভর্ত্তি সংক্রান্ত ভূমিকা পালন করতে হয়, কোনোরূপ বিশেষ আনুকুল্য দেখানোর অবকাশ থাকে না। পঞ্চম জোড়া সম্পর্কে বলা যায় একজন সরকারি আধিকারিককে সমষ্টি বা জনস্বার্থেই কাজ করতে হয়, ব্যক্তিগত স্বার্থের কোনো ভূমিকা থাকে না। এরূপ বিকল্প আদর্শ প্রত্যাশিত হলেও বস্তুত সমাজে যুগপৎ দ্বৈত বিকল্প অনুসরণে কিছুক্ষেত্রে ভূমিকা সংঘাত দেখা যায়।

## সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সামাজিক স্থিতিশীলতার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হলেও Parsons এর চিন্তায় বা লেখায় সমাজের গতিশীলতারও উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কর্মজীবনের শেষ দশকে বা তাঁর গ্রন্থ The Structure of Social Action প্রকাশের চল্লিশ বছর পরে (১৯৬৬) তিনি সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত চিন্তায় নিবিষ্ট হন। যদিও তিনি পূর্বে Spencer-এর সামাজিক ক্রমবিকাশ (Social Evolution) তত্ত্ব খারিজ করেন, বস্তুতপক্ষে তাঁর সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারণায় তিনি Spencer ও Durkheim এর চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি সামাজিক পরিবর্তনের তিনটি প্রক্রিয়া উল্লেখ করেন যা হল-পৃথকীভবন (Differentiation), একীভবন (Integration) এবং উপযোগীকরন (Adaptation)। পৃথকীভবন বলতে সমগ্র সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থার-সংস্কৃতি, ব্যক্তিত্ব, জৈবব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্গত বিবিধ উপ-ব্যবস্থার (Sub-system) সৃষ্টির

Scanned with CamScanner

কথা বলা হয়ে থাকে। একীভবন হল এই সব উপব্যবস্থার মধ্যে অখণ্ডতা সৃষ্টি প্রক্রিয়া। এটা সম্ভব হয় সংবাদজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রনের (Information Control) মাধ্যমে। এই একীভবন প্রক্রিয়া শুধু কোনো একক ব্যবস্থার মধ্যে (intra) সীমাবদ্ধ থাকে না। একাধিক ব্যবস্থার মধ্যে (inter) সংবাদ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একীভবন ঘটে থাকে। যার ফলে সমগ্র সমাজব্যবস্থার উন্নত-উপযোগী করণ (Adaptine Upgrading) ঘটে থাকে এবং এক অবস্থাথেকে ভিন্ন অবস্থায় সমাজব্যবস্থার রূপান্তর বা উত্তরণ ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়া Karl Marx-এর তত্ত্বানুযায়ী কোনো আকস্মিক ও রক্তক্ষয়ী বিপ্লব নয়, বরং Spencer নির্দেশিত ক্রমবিকাশী প্রক্রিয়া। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উত্তরণ সূত্রেই এই স্বাভাবিক সামাজিক উত্তরণ ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় সমাজ আদিম (Primitive) অবস্থা থেকে মধ্যবর্তী (Intermediate) এবং ক্রমে আধুনিক (Modern) স্তরে উন্নত হয়ে থাকে। আরোপণ মূলক (Ascription) মূল্যবোধ থেকে অর্জনমূলক (Achievement) মূল্যবোধে সমাজের উত্তরণ ঘটে থাকে।

পারসনস তাঁর কল্পসমাজকে কখনও বাস্তব অশান্তি বা দ্বন্দ্ব দিয়ে স্পর্শ করতে চাননি। এতে তাঁর বিশ্লেষণ হয়তো বাস্তব সম্পর্ক চ্যুত হয়েছে। কিন্তু পারসনস তাতে বিচলিত হননি। তাঁর মতে বড়মাপের তাত্ত্বিকের কাজ হল যুক্তির স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং সাধারণ তত্ত্ব (Grand Theory) নির্মান করা। এতে তত্ত্বের বাস্তব সত্যতা হারিয়ে গেলেও তিনি বিচলিত নন। কারণ তাঁর তত্ত্বের মূল উপপাদ্য হল বিশ্লেষণগত সত্যতা (analytical realism) বজায় রাখা।

**রবার্ট, কে. মার্টন** প্রথম থেকেই নিজেকে ক্রিয়াবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রচলিত ক্রিয়াবাদের ধারণা, বিশেষতঃ পারসনসের ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল। তিনি এই তত্ত্বের সংস্কার করে তাকে নতুন মাত্রা দিতে চান এবং এই উদ্যোগ থেকেই তার বিখ্যাত মধবর্তী তত্ত্ব বা Middle-range Theory-র উদ্ভব।

## মধ্যবর্তী তত্ত্ব

। ( মার্টনের মতে একটি নতুন বিদ্যা হিসেবে সমাজতত্ত্বের ভিত এখনও পর্যন্ত খুব মজবুত নয়।/এই অপরিণত অবস্থায় পারসনসের মত অনুযায়ী সাধারণতত্ত্ব গঠন না করে অভিজ্ঞতা নির্ভর ছোট ছোট তত্ত্ব নির্মাণ করাই শ্রেয়। এই বাস্তব নির্ভর তত্ত্বগুলি যথাসময়ে সাধারণ তত্ত্ব গঠন করার ক্ষেত্রে আপনিই

Scanned with CamScanner

প্রস্তুত করে দেবে। মার্টনের মতে ক্ষুদ্র এই তত্ত্বগুলি নির্মাণ করার মধ্য দিয়ে সমাজতত্ত্ব ক্রমশঃ তার জমিকে সুগঠিত করতে পারবে। সেই পরিণত অবস্থাতেই সার্বিক বা সাধারণতত্ত্ব (Grand theory) গঠন করা সমীচিন।

অভিজ্ঞতালব্ধ তত্ত্বগুলিকে মার্টন মধ্যবর্তী তত্ত্ব হিসাবে চিহ্নিত করেন। কারণ এই তত্ত্বগুলি সাধারণ তত্ত্বের (Grand theory) দর্শন (Philosophy) ও প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা নির্ভর অনুমান (hypothesis)—এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী জায়গায় স্থিত। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে এখানে দর্শনের আলোকে কিছুটা যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত করা হয়। সমাজতত্ত্বের ভিত্তিভূমিকে পরিণত করার জন্য অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান আমাদের একান্তই দরকার। প্রথম থেকেই অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করে কেবল দর্শন ও সাধারণতত্ত্ব নিয়ে মাতামাতিতে পারসনসের মত কাল্পনিক জগৎ গঠিত হবে যা বাস্তব পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবে বলে মার্টন মনে করেন। তিনি আরও দেখান কল্পনা বিলাসিতা ও সার্বিক তত্ত্বের অনুরাগের ফলে পারসনসের তত্ত্বের গ্রহনীয়তা (acceptability) কমে গেছে। তাই মার্টন মধ্যবর্তী তত্ত্বগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই তত্ত্বগুলি পরীক্ষা করে কোনো উপাদানকে সমাজব্যবস্থার জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে হলে তাকে বর্জন করা যেতে পারে, অন্যথায় তাকে গ্রহণ করা হবে। মার্টন এর ভূমিকা বৃত্ত তত্ত্ব (Role Set Theory), বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব (Anomic Theory) নির্দেশ গোষ্ঠী তত্ত্ব (The Reference group Theory) এরূপ মধ্যবর্তী তত্ত্বের উদাহরণ।

**ক্রিয়াবাদী ধারণার সমালোচনাঃ**

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মার্টন প্রচলিত ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করে একে পরিমার্জিত করতে চান। তাঁর মতে, তাঁর পূর্বসুরীরা কিছু স্বতঃসিদ্ধ ধারণায় বিশ্বাস রেখে ক্রিয়াবাদকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এই ধারণাগুলি, মার্টনের মতে, যুক্তির দিক থেকে ভ্রান্ত। সেইজন্যই ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে বিভিন্ন ত্রুটি দেখা দিয়েছে। মার্টন দেখান, মূলতঃ তিনটি অযৌক্তিক ধারণার ওপর নির্ভর করে ক্রিয়াবাদ আবর্তিত হয়েছে। এগুলি হল ঐক্যের (Unity) ধারণা, সার্বজনীনতার (Universality) ধারণা এবং অপরিহার্যতার (Indispensability) ধারণা। ঐক্যের ধারণা অনুযায়ী সমাজের সব উপাদানই সম্পূর্ণ সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদন করে। এর ফলে সমাজে সবসময়ই

Scanned with CamScanner

ঐক্য বিরাজ করে। সার্বজনীনতার ধারণা দেখায়, সমস্ত উপাদানই একইভাবে সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য সদর্থক ভূমিকা পালন করে। তাদের মধ্যে কর্মের ভিত্তিতে সার্বজনীনতা লক্ষ্য করা যায়। পরিশেষে, অপরিহার্যতার ধারণায় সমাজ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে প্রচলিত সমস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানকে একান্তই আবশ্যিক বলে মনে করা হয়। সেজন্য এই উপাদানগুলি কোনোমতেই বর্জন বা পরিবর্তন যোগ্য বলে বিবেচিত হয়না। সমগ্রকে রক্ষা করার জন্য এই উপাদানগুলি অপরিহার্য। এভাবে ক্রিয়াবাদের ধারণায়, বর্তমান (existing) সমস্ত উপাদানকেই বিভিন্ন দিক থেকে সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা রক্ষার্থে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয় এবং সেদিক থেকে বিচার করলে এইসব উপাদানগুলিতে কোনো অবস্থাতেই কোনোরকম পরিবর্তন কাম্য নয় বলে ক্রিয়াবাদীরা মনে করেন।

ক্রিয়াবাদের এই স্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলিকে মার্টন কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। তাঁর মতে এই তিনটি ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হলে ক্রিয়াবাদ 'রক্ষণশীলতা'র অপবাদ কাটিয়ে উঠে প্রগতিশীল হতে পারবে। একে একে তিনি এই ধারণাগুলিকে খন্ডন করেন। প্রথমত, সামাজিক উপাদানগুলির সদর্থক ভূমিকার জন্য সমাজ ঐক্যবদ্ধ থাকে—এ ধারণা মার্টনের মতে ভুল। তিনি দেখান, উপাদানগুলি সমাজের সব অংশের জন্য একই ধরণের কাজ করে না। কোন অংশের জন্য এই কাজ সদর্থক হলেও অন্য অংশের জন্য এই কাজের হয়তো কোন গুরত্বই নেই। তাই মার্টনের মতে, কোন উপাদান কোন অংশের জন্য উপযোগী হচ্ছে, তা আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। এর ভিত্তিতে উপাদানগুলি সমগ্রসমাজের জন্য কতখানি প্রয়োজনীয় তা নির্ধারণ করা সহজ হবে। পরিশেষে, এই সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট উপাদানের গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্নটি বিবেচিত হবে। সুতরাং মার্টন দেখান সমাজের প্রচলিত বা বর্তমান (existing) সব ক'টি উপাদানই যে একভাবে অথবা সার্বজনীনভাবে (universally) সদর্থক কাজের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার ঐক্য বজায় রেখে চলেছে এই ধারণা পরিহার করা প্রয়োজন। তাঁর মতে ক্রিয়াবাদে ঐক্য ও সার্বজনীনতার ধারণা বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া যায় না। এই দু'টি ভ্রান্ত ধারণা ব্যাখ্যার মাধ্যমেই উপাদানের অপরিহার্যতা (indispensability) অর্থাৎ তৃতীয় ধারণাটির (postulate) গ্রহণযোগ্যতাও কমে যায়। একটি উপাদান যখন বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন কর্ম করে, তখন একই কর্ম বিভিন্ন উপাদান দ্বারা

Scanned with CamScanner

সংঘটিতে হতে পারে। এই যুক্তিতে কোনো উপাদানই, মার্টনের দৃষ্টিতে, সমাজব্যবস্থার কোনো অংশের জন্যই অপরিহার্য বা একান্ত প্রয়োজনীয় নয়। এ প্রসঙ্গে মার্টন ক্রিয়ার বিকল্প, পরিবর্ত বা প্রতিকল্পের (functional alternative, equivalent or substitute) ধারণা ব্যাখ্যা করে দেখান যে একটি উপাদান সমগ্রের একটি অংশের জন্য অপরিহার্য না ভেবে বিকল্প উপাদানের সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখা দরকার।

অপরিহার্যতার ধারণা ত্যাগ করলে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে পরিবর্তনের (change) প্রশ্ন স্থান পেতে পারে। একপেশে স্থিতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ সমাজের ধারণার পরিবর্তে তার প্রগতিশীল ও বাস্তববাদী চিত্রায়ণ সম্ভব হতে পারে। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে তাঁর পূর্বসুরীদের মতকে অগ্রাহ্য করে মার্টন উপাদানগুলির সদর্থক (positive/functional) নঞর্থক (dysfunctional) এবং অপ্রাসঙ্গিক (non-functional) ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেন। এভাবে একটি উপাদান সমাজের অংশের জন্য সদর্থক ক্রিয়া ছাড়াও নঞর্থক বা অপ্রাসঙ্গিক ক্রিয়াও করতে পারে। নঞর্থক ক্রিয়াগুলি সমাজব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষায় বাধা দেয়। এর পরিণাম প্রচলিত সমাজ কাঠামোর বিরোধী। সুতরাং নঞর্থক ক্রিয়ার ধারণা মার্টনের চিত্রিত সমাজে পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। তাঁর মতে, ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে স্থিতিশীলতার পাশাপাশি গতিশীলতার ধারণারও প্রাধান্য পাওয়া উচিত। অপ্রাসঙ্গিক কর্মগুলি সমাজব্যবস্থার পক্ষে গুরুত্বহীন। এই ক্রিয়াগুলি সম্পাদিত হলেও প্রচলিত সমাজ কাঠামো তাতে কোনোভাবেই প্রভাবিত হয় না।

## প্রকাশ্য ক্রিয়া ও সুপ্তক্রিয়ার ধারণা

মার্টন এই দুই ধরনের ক্রিয়ার উল্লেখ করেন কোনো ক্রিয়ার পশ্চাতে থাকা পোষিত লক্ষ্য এবং অনুসৃত ক্রিয়ার প্রকৃত ফলশ্রুতির মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট করার জন্য। বাস্তবে দেখা যায় একটি লক্ষ্য অনুসরণে কোনো ক্রিয়া সম্পাদন করলেও আদতে সেই লক্ষ্য পূর্ণ না হয়ে অন্য এক লক্ষ্য পূর্ণ হয়ে থাকে, যা বিবেচনার মধ্যে থাকে না। এক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ হোপি (Hopi) আদিবাসীদের বৃষ্টি আনয়নের লক্ষ্যে অনুসৃত আনুষ্ঠানিকতার উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ অনুষ্ঠানের পশ্চাতে বৃষ্টির দেবতাকে সন্তুষ্ট করে বর্ষণ ঘটানো লক্ষ্য হলেও, বস্তুত এই অনুষ্ঠানের ফলে বর্ষণ ঘটে না। আপাতক্ষেত্রে তাই এরূপ আচরণ অযৌক্তিক বলে মনে হয়। কিন্তু, নিবিষ্ট অনুশীলনে দেখা যায় এরূপ অনুষ্ঠানের অন্য অনাকাঙ্খিত ফল লাভ হয়। এই ফল হল গোষ্ঠী সংহতি বিধান।

Scanned with CamScanner

কোনো আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার এরূপ অনাকাঙ্খিত (Non-purposid) ফল হল ঐ ক্রিয়ার সুপ্ত ফলশ্রুতি। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ডুর্খেমও তাঁর ধর্মসংক্রান্ত আলোচনায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর 'টোটেম' পূজার ফল হিসাবে গোষ্ঠী সংহতি রক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে এমই প্রতীয়মান হয় যে, সামাজিক কাঠামোর কোনো উপাদান যে লক্ষ্যে গঠিত হয় সেই ক্রিয়া সম্পাদন না করে অন্য ক্রিয়াও সম্পাদন করতে পারে। অতএব, পার্শনস এর কাঠামো-ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে কাঠামোয় ক্রিয়াগত নির্দিষ্টতা প্রশ্নমূলক হয়ে থাকে।

**সমালোচনা**

আমাদের এতক্ষণকার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় গোড়া থেকেই সমাজতত্ত্বের ভূমিতে ক্রিয়াবাদ ও জৈববাদ তাদের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে বসে। সমাজতত্ত্বের জনকদের (কোঁত, ডুর্কহাইম, স্পেন্সার প্রমুখ) সমাজ বিশ্লেষণে সমাজকে জীবদেহ সদৃশ মনে করা হয়েছে এবং তার ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বারবার। আসলে সমাজকে জীবদেহ হিসেবে কল্পনা করলে ঐক্যের ব্যাখ্যা সহজ হয়ে যায়। প্রত্যেক জীবই তার জীবন অর্থাৎ সিস্টেমকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। ঐ উদ্দেশ্যে তার দেহে প্রয়োজনীয় অঙ্গ থাকে যেগুলি নিরন্তর নির্দিষ্ট কর্ম ক'রে চলে। এই প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদিত হয় বলেই জীবদেহ রক্ষিত হয়। অন্যথায় জীবদেহে অসুস্থতা (সমাজদেহের ক্ষেত্রে অনৈক্য, অশান্তি ইত্যাদি) দেখা যায় যার পরিণামে এই জীবের মৃত্যু (সমাজের ক্ষেত্রে ধবংস) পর্যন্ত ঘটে থাকে। এই ব্যাখ্যা পরবর্তীকালের সব ক্রিয়াবাদীকে প্রভাবিত করেছে। তবে প্রথমদিকের তাত্ত্বিকদের তুলনায় পরবর্তী তাত্ত্বিকদের লেখায় এই জৈবিক তুলনা (Organismic analogy) অনেকটা পরোক্ষভাবে (indirectly) প্রকাশ পেয়েছে। জীবদেহ তথা সমাজের বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যক 'প্রয়োজন'গুলি (needs or requisites)-কে কেন্দ্র করে ক্রিয়াবাদ আবর্তিত হয়েছে বরাবর। 'সমাজ' ও 'জীবদেহ'—এই দুই অসম জিনিসের তুলনার ফলে ক্রিয়াবাদ দোষযুক্ত হয়ে পড়েছে বিভিন্ন ভাবে। ডুর্কহাইম ও তাঁর অনুগামী র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন সামাজিক ঘটনা ব্যাখ্যা কালে তার কারণ ও কার্যকে আলাদা করতে চেয়েছেন। আসলে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে কোনো উপাদানের কারণ তার কার্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন হতে পারে। এই চেতনা থাকা সত্ত্বেও উভয় তাত্ত্বিকই তাঁদের বিশ্লেষণে উপাদানের কারণ-কার্যকে মিশিয়ে ফেলেছেন।

Scanned with CamScanner

সামাজিক ঐক্যের (Social integration) প্রশ্নে বেশি মগ্ন থাকার ফলে সাংস্কৃতিক উপাদানের কারণ-কার্যের ব্যাখ্যায় সেই ঐক্যের কথাই তাঁদের মাথায় এসেছে। যেমন—সামাজিক ঐক্যকেই ডুর্কহাইম শ্রমবিভাজনের (Division of Labour) কারণ ও কার্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কারণ ও কার্যের মধ্যে ভেদরেখা টানতে ব্যর্থ হওয়ায় ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে দু'টি প্রধান সমস্যা দেখা দেয়। একটা হ'ল tautology বা বৃত্তীয় ব্যাখ্যা, অপরটি হ'ল teleology বা উদ্দেশ্যবাদ। এই দু'টি ত্রুটি আসে মূলতঃ জীবদেহের আঙ্গিকে সমাজকে ব্যাখ্যা করার ফলে। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন, ম্যালিনাউস্কি এমনকি পরবর্তী ক্রিয়াবাদী অর্থাৎ পারসনস, মার্টনের মধ্যেও এই দুইটি ত্রুটি লক্ষিত হয়। সমাজস্থ অংশবিশেষের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা সমাজের ঐক্য বা অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। আবার, বিপরীতভাবে সামাজিক ভারসাম্যের পরিপ্রেক্ষিতে অংশ বা উপাদানের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেছেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই যুক্তিতে সমগ্র ও অংশের ব্যাখ্যা করার ফলে তাঁদের তত্ত্ব বৃত্তীয় ব্যাখ্যার শিকার হয়েছে। এভাবে ম্যালিনাউস্কির ব্যাখ্যায় আমরা দেখি, সম্পূর্ণ সংস্কৃতির চাহিদা মিটিয়ে তাকে রক্ষা করার জন্য প্রচলিত (existing) উপাদানগুলির টিকে থাকা একান্তই জরুরি। পাশাপাশি তিনি এও বলেন যে অংশ বা উপাদানের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সম্পূর্ণ সংস্কৃতি রক্ষা করার আবশ্যক।

পারসনসও দেখান, যেহেতু সমগ্র ব্যবস্থা বজায় আছে সেহেতু অংশগুলি নিশ্চয়ই সদর্থক কাজ করছে। আবার, তাঁর যুক্তিতে সমগ্র সমাজের বেঁচে থাকার প্রসঙ্গে অংশগুলির কর্ম সম্পাদনের উল্লেখ করা হয়েছে। পারসনের আরামকেদারা-র (arm-chair) তত্ত্বকে বিভিন্ন তাত্ত্বিক সমালোচনা করেন। র‍্যালফ ডাহরেনডর্ফ (Ralf Dahrendorf), সোরোকিন (Sorokin) প্রমুখ সমাজ বিজ্ঞানীরা পারসনসকৃত সমাজচিত্রকে অবাস্তব ও একপেশে বলে চিহ্নিত করেন। গোল্ডনারের (Gouldner) মতে সমগ্রকে প্রধান্য দিতে গিয়ে পারসনস্ সমগ্রস্থিত অংশ বা অঙ্গগুলির প্রাধান্যকে অস্বীকার করেছেন। অংশগুলির মূল্য শুধু সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে। অন্যথায় তারা মূল্যহীন। সমগ্রের স্বার্থে অংশের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করায় তাঁর তত্ত্বে উদ্দেশ্যবাদ বা teleology আবির্ভূত হয়েছে। আসলে সমাজ ব্যবস্থার ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে এই আশঙ্কায় সমাজস্থ অংশ বা উপাদানগুলিকে পারসনস আলাদাভাবে স্বীকৃতি দিতে চান নি। গোল্ডনার এখানে তাঁকে সমালোচনা করে বলেন, সমাজের বিভিন্ন অংশ প্রগতির (development)

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন পর্যায়ে স্থিত। তাদের মধ্যে স্তরভেদ (hierarchy) আছে। গোল্ডনারের মতে উন্নতি বা প্রগতির স্তর অনুযায়ী অংশগুলিকে কর্মক্ষেত্রের স্বাধীনতা (functional auotonomy) দান করা আবশ্যক। অন্যথায় সমাজ বিশ্লেষণ একপেশে (partial) হয়ে পড়বে। পারসনসের সমাজ চিত্রকল্প, গোল্ডনারের মতে, এরই উদাহরণ। অন্যদিকে, থিওডোর এবেল (Theodore Abel)। ম্যাক্স ব্ল্যাক (Max Black) প্রমুখ সমাজ চিন্তাবিদরা পারসনসের তত্ত্ব সমর্থন করে বলেন, এই তত্ত্বের একটি সার্বিক অবদান আছে। বাস্তবের সব ঘটনাকে এই সাধারণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করবে এমন আশা করা অনুচিত।

মার্টনের প্রদত্ত তত্ত্বও সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। তিনি দেখান, আমেরিকায় রাষ্ট্রযন্ত্র (Political machine) অবস্থিত রয়েছে কোনো না কোনো ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য। রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি আমেরিকাবাসীদের চাহিদা পূরণ করার কথাটি উল্লেখ করেন। এভাবে একটি উপাদানের উদ্ভবের কারণ ও তার দ্বারা পরিবেশিত কার্যের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে না পারায় তাঁর ব্যাখ্যা উদ্দেশ্যবাদের (teleology) শিকার হয়। মার্টন তাঁর পূর্ববর্তী ক্রিয়াবাদীদের তত্ত্বে ত্রুটির ব্যাপারে সরব হলেও নিজের অজান্তেই সেই ফাঁদে পড়ে যান। মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেও শেষ পর্যন্ত অগ্রজদের অনুসরণ করে সমগ্রব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধানের প্রশ্নেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকে গুরুত্ব বেশী দেওয়ার অর্থ হল ব্যক্তি বা কর্তার স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া—যার পরিণাম সমগ্রের ঐক্যের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। তাই প্রথমে ঐক্যের ধারণাকে (Postulate of unity) সমালোচনা করলেও ক্রিয়াবাদের আসল নির্যাস রক্ষা করে মার্টন সামগ্রিক ঐক্য রক্ষার জন্য সচেষ্ট থেকেছেন—ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেননি। একই কারণে, উপাদানের অপরিহার্যতার ধারণাকে (Postulate of indispensability) খণ্ডন ক'রে বিকল্প উপাদানের কথা বললেও বিকল্প ক্রিয়ার কথা তাঁর মাথায় আসেনি। কতকগুলি ক্রিয়াকে সমগ্রের ঐক্য রক্ষার স্বার্থে তিনি আবশ্যক ধরে নিয়েছেন। এদিক থেকে দেখলে তাঁর উল্লেখিত নঞর্থক ক্রিয়ার (dysfunction) গুরুত্বও কমে যায়। কারণ, ঐক্য রক্ষার প্রয়োজনীয় ক্রিয়াগুলি কেবল যদি সদর্থক ভূমিকা পালন করে, সেখানে নঞর্থক ক্রিয়া সম্পাদনের অর্থাৎ সমাজ পরিবর্তনের কোনো সুযোগ থাকে না। সুতরাং তত্ত্বগত দিক থেকে নঞর্থক ক্রিয়ার আবশ্যিকতা স্বীকার করলেও পরিশেষে এই ক্রিয়ার গুরুত্ব দেখাতে মার্টন ব্যর্থ হয়েছেন।

Scanned with CamScanner

**উপসংহার**—আমরা এই অধ্যায়ে দেখলাম, ক্রিয়াবাদী ধারণাকে আশ্রয় করেই সমাজতত্ত্ব একটি পৃথক বিদ্যা হিসেবে উদ্ভূত হয় ও বিকাশ লাভ করে। ক্রিয়াবাদী ধারণার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে জৈববাদ তার জমিতে শিকড় বিস্তার করে। ফলে, বিভিন্ন ত্রুটিতে পূর্ণ হয় এই বিদ্যা। এই তত্ত্বের সমালোচনা করে পরে বহু তত্ত্বের আবির্ভাব হয় সমাজতত্ত্বে। এগুলি পরের অধ্যায়গুলিতে আমরা পড়ব। কিন্তু পরিশেষে, আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বিভিন্ন আঙ্গিকে ও নানান দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রিয়াবাদ সমালোচিত হলেও সমাজতত্ত্ব জন্মের পর থেকে দীর্ঘসময় ধরে ক্রিয়াবাদ এই বিদ্যাকে চালিত করেছে। বিভিন্ন সমালোচনার মুখেও দীর্ঘদিন নিজের আসন ধরে রাখতে পেরেছে। এদিক থেকে দেখলে ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব অন্তত কিছুটা কৃতিত্বের দাবী রাখে।

## সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

দত্তগুপ্ত বেলা (২০০৬) ; সমাজবিজ্ঞান-ওগুস্তকঁৎ থেকে কার্ল মার্কস্, কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক

সেন, এস. : স্টাডি মেটেরিয়াল, ই.এস.ও, পেপার-৪, মডিউল-১৩, কলকাতা, নেতাজী সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি

Abraham, J. H. 1973 : The Origins and Growth of Sociology, Middlesex, Penguin Books.

Abraham, M. F., 1982 : Modern Sociological Theory, An Introduction, Delhi, Oxford University Press.

Ritzer, G., 1996 :Sociological Theory, New York, The McGraw-Hill Companies, Inc.

Rocher, G., 1990 : A General Introduction to Sociology. A theoretical perspective, Calcutta Academic Publishers.

Turner, J. H. 1974 : The Structure of Sociological Theory, Homewood, The Dorsey Press

Zeitlin, I. M. 1969 : Ideology and The Development of Sociological Theory, New Delhi, Prentice-Hall of India Pvt. Ltd.

Scanned with CamScanner